দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ...20 OCT. 2002
পৃষ্ঠা — ৭ ...কলাম — ৬

নোবেল পুরস্কার—২০০২

যারা পেলেন, কেন পেলেন?

মেহেদী হাসান পলাশ

বন্ধুরা, নোবেল প্রাইজ কি এবং এর ইতিহাস সম্পর্কে তোমরা সবাই জানো। কিন্তু এ বছর কারা কোন্ বিষয়ে এবং কেন নোবেল প্রাইজ পেয়েছে তা কি জানো? পৃথিবীর সবচেয়ে মর্যাদাময় পুরস্কার হচ্ছে নোবেল প্রাইজ। কোন সৃজনশীল ব্যক্তিই নোবেল প্রাইজ পাওয়ার উদ্দেশে তার সৃষ্টিশীল কাজে ব্রতী হয় না। কিন্তু পৃথিবীর এই সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন পুরস্কার নিয়ে তাদের প্রায় সকলের মধ্যেই ব্যাপক আগ্রহ থাকে। কখনো নোবেল প্রাইজ নিয়ে তীব্র প্রতিযোগিতাও হয়। ফলে মনোনয়ন নিয়ে প্রায়ই বিতর্ক দেখা দেয়। এ বছরের নোবেল প্রাইজের মনোনয়ন নিয়েও প্রচুর বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। মোট ছয়টি বিষয়ের ওপর নোবেল প্রাইজ দেয়া হয়। বিষয়গুলো হলো সাহিত্য, চিকিৎসাশাস্ত্র, অর্থনীতি, পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন এবং শান্তিতে। এ বছর ছয়টি বিষয়ে নোবেল প্রাইজ পেয়েছে মোট ১৩ জন। এর মধ্যে ৭ জনই মার্কিনী। দু'জন আবার ইহুদী। সাহিত্য, অর্থনীতি ও শান্তিতে এ বছর নোবেল প্রাইজের মনোনয়ন নিয়ে প্রচুর বিতর্ক উঠেছে। বন্ধুরা চলো এ বছর যারা বিভিন্ন বিষয়ে নোবেল প্রাইজ পেয়েছে তাদের সঙ্গে পরিচিত হই।

সাহিত্যে ইমরে কারতেসং

এবছর সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পেয়েছে ইমরে কারতেসং। তিনি হাঙ্গেরীর অধিবাসী এবং জাতিগতভাবে একজন ইহুদী। তার প্রথম উপন্যাস 'ফেইটলেস' ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত হয়। কারতেসং প্রথম জীবনে বুদাপেস্টের একটি পত্রিকায় চাকরি করতেন। পরে শুধুমাত্র অনুবাদ করেও তার জীবন নির্বাহ করতে হয়েছিল কিছুদিন। তার একটি বিখ্যাত উপন্যাসের নাম 'ক্যাডিস ফর এ চাইল্ড নট বর্ণ।' উপন্যাসের মুখ্য চরিত্রটি একটি শিশুর। শিশুটি যে পৃথিবীতে আশউইৎস এর মতো নির্যাতন ক্যাম্প আছে, সেই পৃথিবীতে জন্ম নিতে অস্বীকৃতি জানায়। আশউইৎস দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একটি নাৎসী নির্যাতন ক্যাম্প, কারতেসং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এই আশউইৎস শিবিরের নির্যাতন থেকে বেঁচে যান। তার লেখায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নিষ্ঠুরতা ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে। এসেছে সে সময়ের ব্যক্তি জীবনের অভিজ্ঞতা। কারতেসং নিজে বলেন, যখনই নতুন উপন্যাস লেখার কথা ভাবি 'আশউইৎস' আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ইতিহাসের নিষ্ঠুর যাঁতাকলে পিষ্ট মানুষের করুণ আর্তি ও অভিজ্ঞতাকে চিরায়ত রূপ দেয়ায় দক্ষতার জন্য তাকে এ পুরস্কার দেয়া হয়। ফলে মূলত কারতেসংকে নিয়ে বিতর্কটাও এখানেই।

পদার্থ বিজ্ঞানে তিনজন

এবছর পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন মার্কিন বিজ্ঞানী রেমন্ড ডেভিস জনিয়র এবং বিজ্ঞানী রিকার্ডো গিয়াক্কোনি এবং জাপানের মাশাতোশি কোশিবার। নরওয়ের নোবেল কমিটি সূর্যের পরমাণু অগ্নিবলয়ের রহস্য উন্মোচন ও অদৃশ্য রঞ্জনরশ্মির শক্তিকে ব্যাখ্যা করার বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়েছে এ বছর। নোবেল নির্বাচক মন্ডলী নিজেরা এ তিন বিজ্ঞানীর আবিষ্কার সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন, তাদের আবিষ্কার মহাবিশ্বকে দেখার ভঙ্গি বদলে দিয়েছে।

রসায়নে তিন দেশের তিন বিজ্ঞানী

রসায়নে যে তিন বিজ্ঞানী এ বছর নোবেল প্রাইজ পেয়েছে, তারা হলেন : যুক্তরাষ্ট্রের জনফেন (৮৫) জাপানের কোইচি তানাকা (৪৩) এবং সুইজারল্যান্ডের কুর্টভুওয়েত রিচ। বেশ কিছু দুরারোগ্য রোগ যেমন আল ঝেইমার ফুট এন্ড মাউথ, বেশ কয়েক ধরনের ক্যান্সার নিরাময়ে রাসায়নিক জীববিদ্যাকে একটি শক্তিশালী হাতিয়ারে পরিণত করার স্বীকৃতি স্বরূপ যৌথভাবে এ সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে। নোবেল কমিটির মতে, প্রোটিও মিক্স নামে প্রোটিন বিষয়ক গবেষণার একটি নতুন ধারা আবিষ্কার করেছেন এ তিন বিজ্ঞানী। তারা তাদের গবেষণায় দেখিয়েছেন। জীব কোষের অন্য সকল উপাদনের সাথে প্রোটিন কীভাবে কাজ করে। এ আবিষ্কারের ফলে স্তন ক্যান্সার, প্রোস্টেট গ্রন্থির ক্যান্সার, ম্যালেরিয়া, ম্যাডকাউ প্রভৃতি রোগ ও তার, প্রতিরোধ সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য পাওয়া যাবে।

চিকিৎসা শাস্ত্রে তিন বিজ্ঞানী

ব্রিটেনের বিজ্ঞানী সিডনী ব্রেনার ও স্যার জন ই. সুলস্টোন এবং যুক্তরাষ্ট্রের রবার্ট হারভিজ এ বছর চিকিৎসা শাস্ত্রে নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। এইডস ও স্ট্রোকসহ বিভিন্ন রোগের চিকিৎসায় আশার আলো দেখিয়ে এ তিন বিজ্ঞানী এ বছর নোবেল প্রাইজ জিতেছেন। সিডনী ব্রেনার যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার সক ইনস্টিটিউট অব বায়োলজিক্যাল স্ট্যাডিজের অধ্যাপক জনই সুলস্টন ইংল্যান্ডে ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যানগার সেন্টারের একজন গবেষক। আর রবার্ট হারভিজ হচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির গবেষক। মানব দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ন্ত্রণে এবং দেহ কোষের মৃত্যুতে জিন কিভাবে কাজ করে তার আবিষ্কার করেছেন এ তিন বিজ্ঞানী। তাদের আবিষ্কারের নাম সেল সুইডাইড। তারা দেখান মূল জিনগুলো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গঠন এবং দেহ কোষের মৃত্যু নিয়ন্ত্রণ করছে। দেহের ব্যত্তি কোষগুলো ছেঁটে ফেলার জন্য এটা একটা বাড়তি প্রক্রিয়া তাদের গবেষণায় দেখা যায়, কিভাবে কিছু জীবাণু এবং ব্যাকটেরিয়া মানবদেহের নিয়ন্ত্রণ নেয়।

বিতর্ক অর্থনীতিতে

এ বছর অর্থনীতিতে এমন দু'জন নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন যারা মনোনয়নের পূর্বে তেমন পরিচিত ছিলেন না। এ দু'জন হচ্ছেন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ড্যানিয়েল কাহেনম্যান এবং জর্জ ম্যাসন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেরনন এলস্মিথ। কাহেনম্যান একই সঙ্গে মার্কিন ও ইসরাইলী নাগরিক এবং ইহুদী। নোবেল কমিটির মতে, অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে মানব মূল্যায়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকে বিবেচনায় রেখে অর্থনীতিতে মনস্তাত্ত্বিক গবেষণা প্রয়োগের জন্য তাদেরকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। তবে তাদের এ নির্বাচন সমালোচিত হয়েছে ব্যাপকভাবে।

শান্তিতেও বিতর্ক

নোবেল শান্তি পুরস্কার নিয়ে এবার তীব্র প্রতিযোগিতা হয়েছে। এতে যাদের নাম আলোচিত হয়েছে তারা হলেন, দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট থাবো এমবেকি, আফ্রিকা ঐক্যসংস্থার বিদায়ী মহাসচিব সেলিম আহমেদ সেলিম, কানাডার প্রধানমন্ত্রী জ্যা ক্রেতিয়ে, জার্মানীর চ্যান্সেলর গেরহার্ড শ্রোয়েডার, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট জ্যাক শিরাক, মার্কিন সাবেক প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার এবং আফগান প্রেসিডেন্ট হামিদ কারজাই। কিন্তু সবাইকে পিছে ফেলে মার্কিন সাবেক প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার এবারের নোবেল শান্তি পুরস্কার জিতেছেন। এ মনোনয়ন নিয়েও তীব্র বিতর্ক উঠেছে। বিশ্লেষকদের মতে, প্রকৃতপক্ষে বিশ্বশান্তির জন্য কাজ করেছেন এমন অনেককে বিবেচনায় আনা হয়নি। দক্ষিণ আফ্রিকা, সোমালিয়া, বুরুন্ডি, কঙ্গো, সিয়েরালিওনসহ কয়েকটি স্থানে গৃহযুদ্ধ বন্ধের জন্য কাজ করেছেন আফ্রিকান ঐক্য সংস্থার বিদায়ী মহাসচিব সেলিম আহমেদ সেলিম। একই কারণে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট থাবো এমবেকিও ছিলেন এ পুরস্কারের অন্যতম দাবীদার। কানাডার প্রধানমন্ত্রী জঁ ক্রেতিয়ে শ্বেতাঙ্গ হয়েও শ্বেতাঙ্গদের নিঃশঙ্কচিত্তে সমালোচনা করে বিশ্ব মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত হয়েছেন। জার্মান চ্যান্সেলর গেরহার্ড শ্রোয়েডার একজন জাতীয়তাবাদী নেতা। ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য হ্রাস যার রাজনীতির একমাত্র ব্রত। তবে সবচেয়ে বেশী আলোচিত হয়েছিলেন আফগান প্রেসিডেন্ট হামিদ কারজাই। কিন্তু নোবেল কমিটির মতে, ১৯৭৭ থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট থাকাকালে কার্টার ইসরাইয়েল ও মিশরকে ক্যাম্প ডেভিড চুক্তিতে সম্মত করতে যে অবদান রাখেন, সেই একটি ঘটনায় তার নোবেল পুরস্কার পাওয়ার জন্য যথেষ্ট। অবশ্য পুরস্কার পাওয়ার পর কার্টার তার প্রতিক্রিয়া বলেছেন, পুরস্কার শান্তি ও মানবাধিকের যে প্রেরণা যোগায় তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাই আমি আরো অনুপ্রাণিত! এবারের নোবেল পুরস্কারের মূল্যমান ১৭ লাখ টাকা। আগামী ১০ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে এ পুরস্কার প্রদান করা হবে।